বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
web: www.ecs.gov.bd
ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮, ৫৫০০৭৬১১

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৭১৫

তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২২ নভেম্বর ২০১৮

পরিপত্র-৬

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর যোগ্যতা, প্রার্থীদের টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ এবং ভোটকেন্দ্র চূড়ান্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ সম্পন্নকরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রে প্রার্থীকে যেমন স্বাক্ষর করতে হয়, তেমনি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকেও স্বাক্ষর করতে হয়। প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের যোগ্যতা সম্পর্কিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদ (১) দফার বিধান নিম্নরূপঃ

> "12. (1) Any elector of a constituency may propose or second for election to that constituency, the name of any person qualified to be a member under clause (1) of Article 66 of the Constitution:
>
> ***** ***** ***** *****"

২। **সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (১) এর উপ-দফা (এন) অনুসারে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণ সরকারি টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অথবা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের অন্তত সাত দিন পূর্বে পরিশোধ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে মনোনয়নপত্র বাছাইকালে বিল পরিশোধ সম্পর্কিত বিষয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) সরকারি টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অথবা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ক্ষেত্রমত সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি দেখে নিশ্চিত হতে হবে; এবং

(খ) উক্ত সময়ের পূর্বেকার বিল বকেয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে এ মর্মে প্রমাণ করতে হবে যে, বকেয়া বিলের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাকে নোটিশ দেয়া হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা সে নোটিশ গ্রহণ করার পরও পরিশোধের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

৩। **সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ বিষয়টি নিশ্চিতকরণঃ** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় যাতে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অথবা অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের স্থানীয় দপ্তর হতে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় তাদের প্রদত্ত তথ্য বিবেচনা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 12 এর clause (1) এর sub-clause (n) এর বিধান পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকায় **মনোনয়নপত্র দাখিলের ৭(সাত) দিন পূর্বে** উল্লিখিত বিল পরিশোধ করতে হবে।

৪। **ভোটকেন্দ্র চূড়ান্তকরণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮ এর দফা (২) অনুযায়ী ভোটগ্রহণের তারিখের ন্যূনতমপক্ষে ২৫ দিন পূর্বে ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০৮৯.১৮-৪৯৯, গত ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০৮৯.১৮-৫০৭ এবং সর্বশেষ গত ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০৮৯.১৮-৭২৩ এর

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে নমুনায় ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা পরিশিষ্ট-ক তে পুনরায় দেয়া হলো। তাছাড়া সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ পরিশিষ্ট-খ এ প্রদত্ত ছকে ভোটকেন্দ্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করবেন।

৫। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ সম্পন্নকরণঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১বি) অনুসারে অবিলম্বে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত ভোটকেন্দ্রের তালিকারভিত্তিতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৫.১৮ (অংশ-৪)-৬২৩ এর প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীর মধ্য হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে প্রাধান্য দিতে হবে। সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী বা শিক্ষকদের মধ্য হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ সম্ভব না হলেই কেবল বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের জন্য যত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তার চেয়ে **ন্যূনপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ বেশি** সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষককে প্যানেলভুক্ত করতে হবে।

৬। **প্রার্থীর প্রভাবাধীন এলাকায় ভোটকেন্দ্রঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮ এর দফা (৪) অনুযায়ী কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থীর প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন পর অর্থাৎ প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর যদি দেখা যায়, প্রার্থীর প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৮ এর দফা (৫) অনুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

৭। **প্রার্থীর অধীন চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের বিধিনিষেধ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১বি) অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন, তবে তাকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে না। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্যানেলভুক্ত তালিকায় এ ধরনের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম থাকলে তাকে তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। এমনকি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করার পরও কাউকে এ ধরনের পাওয়া গেলে তার নিয়োগ বাতিল করতে হবে। তাছাড়া যে সকল কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা বিতর্কিত অথবা যাদের সম্পর্কে সংশয়/মতবিরোধ রয়েছে, সেই সকল কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

৮। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে অন্যান্য যোগ্যতা**: প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা তাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস ও নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একই ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের হতে নিম্নে না হয়। অনুরূপভাবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন পোলিং অফিসারের হতে নিম্নে না হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উহা বাধা হবে না। অর্থাৎ কোন একটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার অন্য কোন ভোটকেন্দ্রের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হতে নিম্ন পদমর্যাদার হলেও অসামাঞ্জস্য হবে না। তাছাড়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সব প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হবে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যেন ঐ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের যেকোন একজনকে ঐ ভোটকেন্দ্রের ভোটার না হলে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে। কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যাতে প্রভাবিত হতে না পারে সে জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা যে উপজেলা/থানার বাসিন্দাকে যতদূর সম্ভব যেন উক্ত উপজেলা/থানার কোন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। তবে কোন কোন নির্বাচনি এলাকায় বিশেষ করে যেসব নির্বাচনি এলাকা একটিমাত্র উপজেলা নিয়ে গঠিত, সেসব নির্বাচনি এলাকায় উক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে নিজ উপজেলাস্থ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, চাকুরীগত বা পেশাগত কারণে অস্থায়ীভাবে কোন এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার **বাসিন্দা** বলে বিবেচিত হবে না। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার সেই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতি ব্যতীত ভোটকেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উক্ত ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। **কোন অবস্থাতেই চতুর্থ শ্রেণীর (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ১৭-২০) কর্মচারীদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে না** অথবা ভোটগ্রহণের কোন দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না।

৯। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের নিয়োগপত্র**: কাজের সুবিধার্থে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রের একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-গ)। এই নমুনা অনুযায়ী নিয়োগপত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি কম্পিউটারে কম্পোজ অথবা স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে নিতে হবে। ছাপানোর খরচ মিটাবার জন্য পরবর্তীতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। নিয়োগপত্রের নমুনায় (পরিশিষ্ট-গ) ৪নং কলাম অনুযায়ী এমন একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম সন্নিবেশন করতে হবে যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

১০। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্তকরণ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ**: ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের নিয়োগের কাজ আগামী **০৬ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দল অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর যুক্তি সংগত কোন অভিযোগ থাকিলে রিটার্নিং অফিসার তা স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করবেন। এ লক্ষ্যে কোন প্রার্থী বা দল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার তালিকা দেখতে ইচ্ছুক হলে দেখাতে হবে। তবে কর্মকর্তাকে কোন্ ভোটকেন্দ্রে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা দেখানো যাবে না এবং নিয়োগপত্র জারীর পূর্বে তা প্রকাশ করা যাবে না। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করে তার একটি একীভূত তালিকা ও সংখ্যাগত তথ্য সম্বলিত সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করবেন। একীভূত তালিকা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে সংরক্ষণ করবেন এবং সারসংক্ষেপ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আগামী **১৫ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত নীতিমালা অনুযায়ী রিজার্ভ/অতিরিক্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদেরও আলাদা একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

১১। **মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ:** মহিলা ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যথাসম্ভব মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন। মহিলা ভোটাররা যাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে সমর্থ হন তার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতি আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১২। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ**: বর্তমানে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Training of Trainers (TOT) -এর কার্যক্রম চলছে। ভোটগ্রহণের ২০(বিশ) দিন পূর্বে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রশিক্ষণে TOT প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। এ প্রশিক্ষণে সুপারভাইজিং প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসারগণ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধির সাথে ভালভাবে পরিচিত হয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে প্রয়োজনীয় ম্যানুয়েল প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

১৩। **ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের সহায়তা গ্রহণ**: ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণের দিন, ভোটগ্রহণের আগের দিন ও পরের দিন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষ, কমন রুম, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধান ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত না হলে

প্রিজাইডিং অফিসারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধানকে নির্দেশ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সহকারী প্রধান উভয়েই ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকর্তা/শিক্ষক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হবেন না, তাকে উক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বা শিক্ষককে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, তা হলে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে ভোটগ্রহণের দিনে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে অথবা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া উল্লিখিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এবং উক্ত এলাকাধীন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তবে এ বিষয়ে কোনক্রমেই কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে ভোটগ্রহণ দিবসের কয়েক দিন পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আপনি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করবেন।

২২/১১/২০১৮

সংলগ্নীঃ বর্ণনা মোতাবেক

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
যুগ্মসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
৭৯১১৮৪৬ (বাসা)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৭১৫

তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২২ নভেম্বর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১০. চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি লিঃ (সাবেক ডেসা)/ডেসকো/তিতাস গ্যাস/বাখরাবাদ গ্যাস/জালালাবাদ গ্যাস
১১. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. বিভাগীয় কমিশনার, ...(রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১৫. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৮. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]

১৯. যুগ্মসচিব (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৭. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৯. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
৩০. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩১. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... –এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৫. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার..... (সকল)
৩৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সকল)
৩৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২২/১১/১৮

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ৫৫০০৭৬১০ ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮
E-mail: sasemc1@gmail.com

'ছক'

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম.....

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকক্ষের সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন (ভোটার এলাকার নাম)			কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে মৌজা/ গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম	যে সকল কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)	৬

উপজেলা/থানা :

ইউনিয়ন/পৌর এলাকা/সিটি কর্পোরেশন :

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (যদি থাকে) :

১।

২।

.....

রিটার্নিং অফিসার

পরিশিষ্ট-খ

ভোটকেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত সারসংক্ষেপ

উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা			ভোটকক্ষের সংখ্যা			ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪ (ক+খ)	৫(ক)	৫(খ)	৫ (ক+খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(গ)	৭

.....
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার

পরিশিষ্ট-গ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র

জেলার নামঃ .... নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নামঃ ....

ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থানঃ .... ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যাঃ ....যে ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার নামঃ

১। .... ২। .... ৩। ....

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১বি) কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে, আমি .... নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার, এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা দানের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করলামঃ -

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন।
১	২	৩	৪
১।	১।	১। .... ২।	১। ....
	২।	১। .... ২।	
	৩।	১। .... ২।	

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর
ও
নাম, পদবী, ঠিকানা সম্বলিত সিল মোহর

স্থানঃ..................
তারিখঃ.................

প্রাপ্তি স্বীকার ও অংগীকারনামা

(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হবে)

আমি .... উপরে বর্ণিত নিয়োগ সানুগ্রহে গ্রহণ করে অংগীকার করছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বপ্রকার দলীয়/গোষ্ঠীয়/ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ১৫৫নং আইন) ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকব।

....
প্রিজাইডিং অফিসার/ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার
এর নাম এবং জাতীয় পরিচিতি নম্বর
ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ ....